অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)

প্রস্তাবিত গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

গবেষক : শর্মিষ্ঠা বর্মন

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1200315, রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২৮.০৭. ২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক: ড. পায়েল বসু

সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)

ভূমিকা

গবেষণার সময়কাল ১৯০৫ থেকে ১৯৭১। বৃটিশের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ। এই সময়ের অভিঘাত বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় কিভাবে ধরা দিয়েছে তা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে যে নারী ঘর থেকে বেরুতে শুরু করলেন সেই নারীর কাছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঘর ও বাহির সমান হয়ে গেল। পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নারী সচেতন ভাবে লড়াই করেছে। আর যারা সচেতনও ছিলো না, অন্তঃপুরেই বন্দী ছিলো, তারাও ঘাতক বাহিনীর অত্যাচারে বাধ্য হয়েছে— নদী, মাঠ, ঘাট, রাস্তায় ঠাঁই নিতে। 'বীরাঙ্গনা' হয়ে জাতির সামনে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। নারীর এই যাত্রাপথ ধরতে চাওয়া হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এই যাত্রাপথে রাজনৈতিক উত্থান পতনের সাথে নানান সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে সে। এই কর্মকাণ্ড দীর্ঘ দিনের পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে। এই কর্মকাণ্ড নারীর নিজস্ব সংস্কার ভাঙার তাগিদে। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজের এবং নারীর নিজস্ব জগতের পরিবর্তন হয়েছে ক্রমশ। তাই দেখতে পাই বিশ শতকের প্রথমার্ধে এদের রচনায় যে বিষয়গুলো প্রধানত স্থান পেয়েছে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম শতকে অবরোধ প্রথা, বহু বিবাহ, তালাক প্রথার কুফল, নারী শিক্ষা, নারীর ভোটাধিকার, নারীর মর্যাদা, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এগুলি স্থান পেয়েছে তাদের রচনায়। স্থান পেয়েছে বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের নানা ঘটনাক্রম। দ্বিতীয় অর্ধে মুসলিম নারীর রচনায় দেশ ভাগের অভিঘাত, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, মৌলবাদ, মুক্তিযুদ্ধের নানান দিক ধরা পড়েছে। এই যাত্রাপথে প্রথম মাইল স্টোনের মতন দাঁড়িয়ে আছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-

১৯৩২)। ঘটনাক্রমে তাঁর *মতিচূর* প্রথম খণ্ড ও *SULTANA'S DREAM* প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তিনি আজীবন সংগ্রাম করে যে ভিত গেঁথে দিয়েছেন তাঁর উপরে দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম নারীর মুক্তিপথ। শুধু মুসলিম নারী নয়, আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি এক উজ্জ্বল আলোকশিখা। তাঁর সমসাময়িক নারীদের কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা। তিনি যাঁদের নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরা আজীবন তাঁকেই পাথেয় করে এগিয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক আন্দোলনেও। আজকে নারীমুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি অনেকাংশেই রোকেয়ার দেখানো পথে। অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে রোকেয়ার স্থান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটা যুগের প্রতীক। তিনি সেই সাথে সেই যুগেরই অনেক আলোক কণার সমাহার। তাঁর আগে এমন কয়েকজন বাঙালি মুসলমান নারী বাংলাদেশে জন্মেছিলেন যাঁরা নারীদের প্রতি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় আচরণগুলির প্রতিকারে সামিল হয়েছেন; কলম ধরেছেন। শুধু মুসলমান নারী নয়, তার আগে থেকেই সমাজ পরিবেশের মোড় এমন দিকে যাচ্ছিল যে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা অন্ধকার অবরোধের দ্বার ঠেলে আলোর সন্ধান করছেন, শিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। উনিশ শতকের শুরু থেকে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার দৈবী প্রভাব সরিয়ে 'মানুষ' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে পর্ব বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন রামমোহন(১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১)। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যুক্তি ভিত্তিক 'মানুষ' করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাত ধরেই নারীকে 'মানুষ' হিসাবে গণ্য করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এদেশে। যদিও মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তার আলোকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা শুরু হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে। নারীমুক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা আসে আরও পরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে চিন্তা আসেই। বাঙালি মুসলমানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অংশই নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভাবনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। নারীরাও এক অদম্য প্রয়াসে পুরনো জ্বরাগ্রস্ত চিন্তার বিরুদ্ধে নিজের মননকে প্রস্তুত করেছে। এগিয়ে গেছে আধুনিক চিন্তার অভিমুখে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে নারীর অবস্থান তার চিন্তা যা ছিল দ্বিতীয় অর্ধে তার কিছু পরিবর্তন হল। বিশ শতকে নারীর নিজস্ব মুক্তির ইতিহাসে অন্য এক দিগন্ত উন্মোচিত হল যার সূত্রপাত

হয়েছিল উনিশ শতকেই। আবহমান কালের ইতিহাসে নারীর এ এক ভিন্ন অবস্থান। এই সবটা মিলিয়ে অধ্যায় বিভাজনের দিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- ভূমিকা
- প্রথম অধ্যায়—

  সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান : বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত।
- দ্বিতীয় অধ্যায়—

  রোকেয়া রচনায় সমাজচিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৩২)।
- তৃতীয় অধ্যায়—

  রোকেয়া সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন।
- চতুর্থ অধ্যায়—

  রোকেয়া পরবর্তী বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন(১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে)।
- পঞ্চম অধ্যায়—

  ১৯৫২ র ভাষা আন্দোলন : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়।
- ষষ্ঠ অধ্যায়—

  বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় পূর্ব বাংলার সমাজ প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০)।
- সপ্তম অধ্যায়—

  বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়।
- উপসংহার

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার বিষয় 'অবিভক্ত বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)'। ফলে এই সময়ের মধ্যে লিখিত গদ্য রচনা এবং ওই সময়ে অবস্থানকারী বাঙালি মুসলিম নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মৃতিকথা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মূলত তা 'প্রাথমিক উপাদান' (প্রাইমারি সোর্স)। অনেক সময় এই প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করতে সেকেন্ডারি সোর্সের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে ১৯০৫ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত প্রাথমিক উপাদানের সমস্ত উপাদানও ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। মূলত চিঠি, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, নক্সা জাতীয় গদ্য রচনা গবেষণার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ব্যাপ্তির কারণে উপন্যাস গল্পকে এখানে ব্যবহার করা যায়নি। একমাত্র রোকেয়ার *পদ্মরাগ* (১৯২৪) উপন্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, রোকেয়ার জীবন-সংগ্রাম ও সমাজ চিন্তার সমস্ত দিককে একীভূত করে এই উপন্যাস। তাই *পদ্মরাগ* উপন্যাস গবেষণারও অন্যতম বিষয়। এবং তার সাথে রোকেয়ার স্বদেশ চিন্তার বিষয়টি বুঝবার জন্য দু একটি গল্পকে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও স্মৃতিকথার ক্ষেত্রেও সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণা। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের স্মৃতিতে ভরা আছে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য। একটি অধ্যায়ে তার খুবই নগণ্য অংশকে গ্রহণ করা গেছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে গবেষণার অভিমুখ দুই বাংলার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নারীর রচনা কেন্দ্রিক করা হয়েছে। দেশভাগের আগে যাঁদের ঠিকানা—কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান কলকাতাতে কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে ছিল তাঁদের ঠিকানা হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ। ফলে তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববঙ্গের নিরিখে। তাই বর্তমান গবেষণা ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববঙ্গ অভিমুখী হয়েছে। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরও যে মুসলিম বাঙালি নারীরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং এখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে, নারী কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেছেন লেখালিখি করেছেন, তাঁদের রচনা নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার সম্ভাবনা খোলা থাকল। এছাড়াও অনেক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনাকে গবেষকের ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করা যায়নি। তাঁদের মধ্যে

লায়লা সামাদ(১৯২৮-১৯৮৯), মেহেরুন্নেসা(১৯৪২-১৯৭১), সেলিনা পারভিন(১৯৩১-১৯৭১) অন্যতম। এঁরা নিজেরা ছিলেন লেখক। ছিলেন পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী। ভবিষ্যতে এঁদের লেখা সংগ্রহ ও গবেষণার ইচ্ছা রইল। বাঙালি মুসলমান নারীর সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জগতে সামগ্রিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে এক বৃহৎ গবেষণা ক্ষেত্র অধরা আছে। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আশা রইল।

প্রথম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান : বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান : বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত। যে প্রেক্ষাপট ধরতে গিয়ে নারীর বন্দী দশার বেদনাময় দলিলকে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে বৈদিক যুগে, পরে মধ্যযুগে ধর্মাচরণেও তার বন্দী দশার সামাজিক স্বীকৃতি এতটাই দৃঢ় হয়েছে যাকে স্বয়ং নারীও অনুসরণ করেছে এবং আজও করে চলেছে। ইতিমধ্যে সমাজ বিবর্তনের বহু পর্যায়ে বহু আলোড়নের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী অনেক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও রেখেছে। কিন্তু সেখানেও নারীমুক্তিকে যথাযথ ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পরে মধ্যযুগ অতিক্রম করে এসেছে নবজাগরণের আধুনিক চিন্তা। বাঙ্গলায় এই চিন্তার প্রভাবে নারীমুক্তির প্রেক্ষপটটি সূচিত হয়। রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাত ধরে নারীমুক্তির আলো প্রবেশ করে হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরে। যদিও সে আলো মুসলিম সমাজের অবরোধ অতিক্রম করে তার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পেরেছে অনেক পরে। এই সময় একদল মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন আধুনিক যুগের আলো নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে আধুনিক চিন্তাকে চর্চার আকুতি দেখা দিয়েছে। একদল মুসলিম নারী সেই সংগ্রামের পথে পথচলা শুরু করেছেন। তাহেরুন্নেসা, নবাব ফয়জুন্নেসা(১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসার(১৮৫৫-১৯২৬) মত আলোকপ্রাপ্তা নারীরা বাংলা ভাষা চর্চা ও তাতেই সাহিত্য রচনার মধ্যদিয়ে নতুন চিন্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যে পথে তাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন, সেই পথের জন্য তাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। বহু দিনের সংস্কার

ভেঙে ফেলার এই সংগ্রামের পথ সহজ ছিল না। তবুও তারা পথ ছেড়ে দেননি। সেই পথেই তাদের পরবর্তীরা হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে। যে নারীর সেদিনের লড়াই ছিল শুধু শিক্ষার অধিকার অর্জনের, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তার অবস্থান আরও উন্নত। সে এখন রাজনীতি সচেতন নারী। প্রথম অধ্যায়ে এই যাত্রা পথকেই তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোকেয়া রচনায় সমাজ চিন্তা ও নারীমুক্তি

বাঙালি নারী মুক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন(১৮৮০-১৯৩২)। শুধু নারীমুক্তি আন্দোলন নয়, তৎকালীন সমাজ সংস্কারের যে প্রচেষ্টা চলছিল সে প্রচেষ্টার অংশীদার ছিলেন তিনি। এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে ঘটেছিল তাঁর আত্মপ্রকাশ। সমাজের যে ভাবনাগুলি এবং যে যে ব্যবস্থা সমাজ প্রগতিকে আটকাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার। রোকেয়া রচনাগুলিকে ভিত্তি করে রোকেয়া রচনায় নারীমুক্তি ও প্রগতি ভাবনাকে খুঁজতে চাওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

রোকেয়ার রচনায় নারী ও নারীমুক্তি

মেয়েদের মুক্তির ভাবনাকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রোকেয়া দেখেছেন সমাজে নারীর নিদারুণ অবস্থাকে। তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন – ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের নারী সমাজ - পুরুষতন্ত্র, মোল্লা ও পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা কতটা পরিমান নির্যাতিতা। *মতিচূর* (১৯০৫, ১৯২২) *পদ্মরাগ* (১৯২৪), *অবরোধ বাসিনী* (১৯৩১) তে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বেগম রোকেয়া ভারতীয় সমাজে নারীর জন্য সৃষ্ট অবরোধের চরমতম কদর্যতাকে তুলে ধরে এর যুক্তিগ্রাহ্যতাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন।[১]

রোকেয়া নারীর দুঃখের কারণ হিসাবে শুধুমাত্র পুরুষতন্ত্রকে দায়ী করেন নি। দায়ী করেছেন নারী মনের দীর্ঘদিনের সংস্কারকে। তারা অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করে না। পুরুষের দাসত্ব করতে করতে তাদের মন পর্যন্ত দাস(enslaved) হয়ে

গেছে।[৩২]তিনি নারীর অলংকার প্রিয়তাকে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা হিসাবে জ্ঞান করেছেন। যারা অলংকার প্রিয়তার মধ্যে দাস্যের ভাব খুঁজে পান না; সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করেন তাদেরকেও নিন্দা করেছেন। সৌন্দর্যবর্ধনের প্রচেষ্টাও আসলে মানসিক দুর্বলতা। ঘরের কোণের ভীত সন্ত্রস্ত নারীমন দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন।[৩] তিনি আবেদন করছেন মেয়েদের— তারা নিজের মনুষ্যত্বকে চিনুক। আর তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চাই মানসিক শক্তির সাথে শারীরিক সক্ষমতা। তিনি সে যুগে বলছেন— শারীরিক শিক্ষার জন্য লাঠি, ছোরা খেলা অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তার কথা।[৪]

আসলে রোকেয়া বাস্তব জীবনে যেমন সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন তেমনি সাহস ও আত্মমর্যাদা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন নারীদের মধ্যে। তাঁর রচনা *Sultana's Dream* (১৯০৫) এ সেই বীর নারীদেরকেই আসলে খুঁজেছেন। *মতিচূর* ((১৯০৫, ১৯২৪), *পদ্মরাগে* এ ভাবনা বারবার উঠে এসেছে। মেয়েদের করতে চেয়েছেন আত্মনির্ভরশীল।[৫]

বেগম রোকেয়া ও সমাজ প্রগতি

রোকেয়ার জীবন নারীমুক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু তাঁর চিন্তা সমাজ বিচ্ছিন্ন নারীকেন্দ্রিক ছিল না। সমাজের তৎকালীন সমস্যা তাঁকে ভাবিয়েছে। দেখেছেন তৎকালীন ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশের সাহায্যকারী এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা নির্মম অত্যাচারের কাহিনি। *পদ্মরাগ* উপন্যাসে এই দিকটি ধরা পড়ে। 'চাষার দুঃখ'(১৯২১) 'এন্ডি শিল্প'(১৯২১) প্রবন্ধে ধরা পড়ে কৃষকের সীমাহীন দারিদ্র্যের চিত্র। পাশাপাশি এই সীমাহীন অন্ধকারের পরও মুসলিম জনজাতির আত্মোন্নতিতে বিতস্পৃহভাব তাঁকে বিস্মিত করেছে। রোকেয়ার রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় 'কর্মফল' (১৯০৭) সহ বিভিন্ন রচনায়।

রোকেয়া মানসে এমন এক সমাজের স্বপ্ন ছিল যা কোনও ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে না। তুলে ধরে মানুষকে।[৬]

রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কার করতে হলে চাই শিক্ষার বিস্তার।[৭] এই স্ত্রীশিক্ষার অভাবের জন্যই সন্তানের শিক্ষা, পুষ্টিকর আহার, স্বাস্থ্যের অভাব সমাজকে পশ্চাদপদ করেছে।[৮]

তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা করেছেন নারী শিক্ষার জন্য অন্যতম বিদ্যালয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল(১৯১১)। কত কিছুর বিনিময়ে কি অপরিসীম ধৈর্য্য ও সমবেদনা ও স্বার্থত্যাগ দিয়ে এই স্কুলকে তিনি রক্ষা করেছেন তার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর লেখা পত্রে।[৯]

নারীমুক্তি-সমাজ প্রগতি আন্দোলন ও সমাজের বিরুদ্ধতা

সমাজের উন্নতি বা নারীমুক্তির মতন এত বড়ো একটা সংগ্রাম নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে কখনই সম্পন্ন হয় না। পুরাতন সমাজকে নাড়া দিতে গেলেই আলোড়ন ওঠে। সমাজ কাঠামো ও কৌলীণ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে সমাজপতিরা কোলাহল করেন। এই মিথ্যা কৌলীণ্য প্রথার ভড়ঙে প্রগতির কণ্ঠরোধ করতে পিছপা হয় না ধর্মান্ধ গোঁড়া সমাজ। রোকেয়া বহুবার এ বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দিকটিকেও তাঁর রচনায় উল্লেখ করে গেছেন তিনি। কিন্তু সমাজ যাই বলুক, মুক্তি পথিক কখনও তার দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।[১০]

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এই আদর্শ আজীবন রোকেয়া তাঁর নিজের জীবনেও পালন করে এসেছেন যার প্রতিফলন পাই তাঁর রচনায়।

তৃতীয় অধ্যায়

রোকেয়া সমসাময়িক মুসলিম নারীর রচনায় নারী মুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলে লেখা-পড়ার ঝোঁক বাড়তে থাকে। নবাব ফয়জুন্নেসা, করিমুন্নেসা, খয়রুন্নেসার মতন বলিষ্ঠ নারীর আবির্ভাব মুসলিম সমাজের অন্দরমহলের চিত্রটা বদলাতে সাহায্য করে। এই ধারারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ আমরা পাই রোকেয়ার মধ্যে। রোকেয়া কোনও বিচ্ছিন্ন সত্তা নন। সেকালে মুসলিম সমাজে নিজের জাতি ভাষা সম্পর্কে যে অনুভূতি প্রবল হচ্ছিল, রোকেয়া তাঁর

ব্যক্তিকৃত প্রকাশ। তাই এই পর্বে শুধু রোকেয়াই নন, আমরা আরও বহু মুসলিম লেখিকাকে পাচ্ছি যাঁরা সে যুগের প্রেক্ষিতে অনেকটাই অগ্রণী ছিলেন।

মিসেস এম রহমান (১৮৮৫-১৯২৬)

এম রহমানের লেখায় সে সময়ের নারী মুক্তি চেতনার সুর যেমন প্রবল, তেমনই প্রবল অন্ধতা ও কুসংস্কারবিরোধী মনন। তাঁর লেখা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা যেমন- *সহচর*, 'আত্মশক্তি', *মোহাম্মদী ,সওগাত, বিজলী, ধূমকেতু* প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্মের নামে সমস্ত রকমের অবরোধ ও জড়তার বিরোধিতা করে নারী শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন তিনি।[১১] প্রচলিত সমাজ যেভাবে নারীকে গৃহবন্দী করেছে, যেভাবে ঘর কন্নার কাজেই তাঁর মোক্ষ অর্জনের ধারণা তৈরি করেছে, এম রহমান ছিলেন তাঁর ঘোরতর বিরোধী। সমাজে নারীত্বের যে বিধান স্থির হয়েছে তাকে অস্বীকার করে তিনি মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দাবি করেছেন।[১২] ফলে নারীকে বৈবাহিক জীবনেই যাবতীয় স্বার্থকতা খঁজে নিতে হবে এমনটা নয়।[১৩]

বিদ্যাবিনোদিনী নূরুন্নেসা খাতুন(১৮৯৪-১৯৭৫)

বাংলাসাহিত্য আকাশে ধূমকেতুর মত আগমন নূরুন্নেসা খাতুনের। তাঁর রক্ষণশীল পরিবারে বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ ছিল না।[১৪] স্বামীর ঘরে নতুন পরিবেশে তাঁর সাহিত্য জীবন অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

'অবরোধ' ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন। যদিও এই সমস্যাকে নিছক ব্যক্তিগত করে দেখেননি তিনি। নারীকে অজ্ঞতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখার যে চিরাচরিত সামাজিক বিধি তিনি তাঁর বিরোধিতা করে স্ত্রী শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা বলেছেন।[১৫]

ফলে শৈশবে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তৎকালীন সমাজ মননে আধুনিক শিক্ষা ও নারী প্রগতির অভিঘাতে নুরুন্নেসার সাহিত্য আন্দোলিত হয়েছে।

মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪-১৯৫৭)

নারীমুক্তি আন্দোলনে রোকেয়ার(১৮৮০-১৯৩২) অন্যতম সহযোদ্ধা ছিলেন ফতেমা খানম। পর্দার অছিলায় মুসলিম মহিলাদের বন্দী করে মুসলিম সমাজ যে রসাতলে তলিয়ে চলেছেন তা তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে।[১৬]

পর্দা প্রথার যে বাস্তব কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই; তা যে নিছক পুরুষেরই রচনা, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৭] পর্দার সাথে নারীর আত্মসম্মানের যে কোন সম্পর্ক নেই তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যুক্তি করেছেন সমাজের মঙ্গল সাধনে পর্দার প্রয়োজন শুধু নারীর কেন হবে।[১৮] যদিও মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সচেতন নয়। শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে যে সামাজিকতার পাঠ হয় সমগ্র মুসলিম সমাজ তা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। সেই কারণে শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি রোকেয়ার সুমহান সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং এই কর্মকাণ্ডে মুসুলিম সমাজের নিস্পৃহতায় তিনি অনুশোচনা করেছেন।[১৯]

খায়েরুন্নেসা (১৮৭৪/৭৬-১৯১০)

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সে যুগে যে আলোড়ন চলছিল তা খায়েরুন্নেসার কলমে জোরালো যুক্তিবোধে আমরা প্রত্যক্ষ করি।[২০] শুধু সামাজিক নয়, আর্থিক কারণেও যে স্ত্রীশিক্ষা ব্যহত হচ্ছে তাও খায়েরুন্নেসার দৃষ্টি এড়ায়নি।[২১]

বৃটিশ পরাভূত ভারতবর্ষের সেকালের মূল রাজনৈতিক চেতনাই ছিল জাতীয়তাবাদ। স্বদেশী আন্দোলনে নারী সমাজকে এগিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।[২২] খায়েরুন্নেসা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। জাতি ধর্মের ঊর্ধে উঠে যে জাতীয় চেতনা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়ক, তা তিনি উপলব্ধি করতেন। তাই ধর্মের নামে বঙ্গচ্ছেদের পিছনে ইংরেজ সরকারের অভিসন্ধিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন।[২৩]

মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসা

রাহাতুন্নেসা *ভারত-মহিলা* পত্রিকায় 'ভারতী' [২৭] (১৯১২) অন্যটি 'খনা'(১৯১২) [২৮] শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতে ভারতী এবং খনা ছিলেন বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন দুজন মহীয়সী। এই দুজনের প্রতিভা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এই প্রবন্ধ দুটিতে। এই প্রবন্ধ দুটির সূত্রে প্রাচীন ভারতে নারীদের গৌরবময় ভূমিকার কথা জানা যায়। সেই সাথে নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের দমনের চিত্রটি ধরা পড়ে। এবং নবজাগরণের যুগে সামাজিক অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে— লেখকের এই রচনা লেখার উদ্দেশ্যটি ধরা পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

রোকেয়া পরবর্তী মুসলিম নারীর রচনায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের নারী মুক্তি ও প্রগতি আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বহু মুসলিম মহিলাই মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতি নীতির বিরোধিতা করে মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা দাবি করেন। তাঁরা সকলেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নবযুগের বাণীকে সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে পরিচিত করে তোলেন। এই কাজে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন বেগম রোকেয়া। যদিও পরবর্তীতে তাঁর চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁরই হাতে গড়া মেয়েরা এবং আরও একদল শিক্ষিত মহিলারা।

ফজিলতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬)

সমাজ সম্পর্কে ফজিলতুন্নেসা বলেছেন— "জগৎ পরিবর্তনশীল"। ফলে পরিবর্তনশীল জগতের ধ্যান ধারণা,রীতি-নীতি, মূল্যবোধ কোনওটাই স্থায়ী ও স্থানু নয়। তাই নবীন সভ্যতার নতুন চিন্তার অভিঘাতে আধুনিক নারী সমাজকে গড়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান তিনি।[২৪] এই সংগ্রামে নারী জাতির প্রধান হাতিয়ার আধুনিক শিক্ষা। তাই অন্তঃপুর থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তিনি। মুক্তি চেয়েছেন পর্দা

প্রথার অন্ধতা থেকে। নারী পুরুষের সেবাদাসী নয়, সহযোগী। এই উপলব্ধিকে মুসলিম সমাজে প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি।[২৫]

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৭)

সেযুগের চরম পর্দার অন্তরালে যখন মুসলিম রমণীদের ইহজগতের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ঐতিহ্যবাদের পদতলে আত্মাহুতি দিচ্ছিল সেই সময় মাননীয়া সিদ্দিকা সেই অবগুণ্ঠনকে ছিন্ন করে অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বার বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হলেও সেই বিয়েকে অস্বীকার করে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। সেযুগের অর্থে যা ছিল চরম দুঃসাহসিক কাজ। মুসলিম সমাজের বাল্য বিবাহের এই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে কলম ধরেছেন তিনি।[২৬]

যদিও এই সমস্যার থেকে মুক্তির কোনও আকাঙ্ক্ষাই মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে ব্যপকভাবে আন্দোলিত হয়নি। ধর্মীয় চিন্তার মৌতাতে, পরলোকের পূণ্যার্জনের আগ্রহে ধর্মীয় সমস্ত অযৌক্তিক বিধানকেই তারা মেনে নিয়েছিল। কারণ জীবন সম্বন্ধে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে কোনও আধুনিক ধারণা ছিল না।[২৭]

রাজিয়া খাতুন চৌধুরী (১৯০৭-১৯৩৪)

সেই যুগে আলোক প্রাপ্ত নারী সমাজে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে যে মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো, রাজিয়ার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন ছিল না। পর্দা প্রথার অবসান ও নারীর চিন্তা ও ভাবগত স্বাধীনতাই তাঁর লেখার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলো। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রাজিয়া মত ছিলো নারীর চিন্তাগত ও ভাবগত স্বাধীনতা।[২৮] এই স্বাধীনতা অর্জন একমাত্র সম্ভব শিক্ষার্জনের মধ্য দিয়ে। নারী পরিবারের পুরুষের সেবাদাসী, এটাই সমাজের বিধান। সতীত্বের মিথ্যে মহিমা দিয়ে ক্রীতদাসী নারীকে মহিমান্বিত করার এই সামাজিক রীতি পুরুষতন্ত্রেরই তৈরি।[৩৪] অথচ নারী সতীত্বের মিথ্যে গৌরবে গৃহবন্দী জীবন যাপন করে চলেছে। রাজিয়া বলেছেন, এ শুধু দাসীবৃত্তি নয়, এ হল— গণিকাবৃত্তি।[৩০]

আছিয়া মজিদ, বি এ

ধর্মীয় অন্ধতা ও পর্দার অবরোধ থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে মুসলিম সমাজের নারীরা যে আধুনিক চিন্তায় কতটা শিক্ষিত হচ্ছিলেন তার একটা আভাস আমরা পাই আছিয়া মজিদের রচনাবলী থেকে। তিনি লিখছেন শিক্ষাঙ্গনে নারী-পুরুষ সাম্যের কথা।[৩১] শিক্ষাঙ্গনে নারীর মানসিক বিকাশের সাথে শারীরিক বিকাশে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩২] নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখার বিরোধী ছিলেন। শুধু ঘরের কাজেই নয়, সমাজের প্রতিটি কর্মপ্রবাহে নারী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে এই সম্ভাবনাও তিনি দেখেছেন। এই পথেই নারী পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে পারে।[৩৩]

'নবযুগের শিশু' প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা চিন্তার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা[৩৪] ও সমাজচিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর গণতন্ত্রপ্রেমী মনটি ধরা পড়ে।[৩৫]

শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪)

নবযুগেরর নববাণীর আলোকবর্তিকা নিয়ে বেগম রোকেয়াকে যে মহীয়সীরা অনুসরণ করেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাদের অন্যতম। শৈশবে পরিবারে অবরোধ ও পর্দার কারণে তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিলো। সেখানেও ছিলো পর্দার বাড়াবাড়ি। যার বিরুদ্ধে শৈশব থেকেই তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তিনি বিএ পাশ করেন। রোকেয়ার সংস্পর্শে আসেন। তাঁকেই পরবর্তী জীবনে আদর্শ করেন শামসুন নাহার। যুক্ত হন নারী মুক্তি আন্দোলনে। যোগ দেন 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে'। নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তিনি। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যান। তাঁর জীবনের ও সেই সময়ের বিপুল কর্মকাণ্ডের চিত্র ধরা পড়ে- 'আমি যখন ছাত্রী ছিলাম'(১৩৫৭),*নজরুলকে যেমন দেখেছি* (১৩৬৫), *রোকেয়া জীবনী* (১৯৫৮), 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার'(১৩৪২), 'শিশুর শিক্ষা'(১৩৪০) প্রভৃতি রচনায়।

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

একজন মুসলিম নারী হিসেবে সুফিয়া কামাল অন্তঃপুরের অন্ধকার দেখেছেন অনেক গভীরে। একবিংশ শতকে জন্মগ্রহণের সূত্রে তৎকালীন নানান সমাজ সংস্কার আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শ্রমিক বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন তিনি। সংস্পর্শে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১), নজরুল(১৮৯৯-১৯৭৬), মহাত্মা গান্ধী(১৮৬৯-১৯৪৮), বেগম রোকেয়ার মতন মহান মণীষীর। সেই সময়ে তাঁর জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই তাঁর আত্মচরিত *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮)[৩৬] গ্রন্থে। এছাড়া ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন গদ্য রচনা চিঠিপত্রে সেই সময়ের সামাজিক আন্দোলন এবং নারীর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা বলে পরিজন ও সমাজ দ্বারা হয়েছেন চরম লাঞ্ছিতা। তার চিত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে।

জাহানারা ইমাম(১৯২৯-১৯৯৪)

জাহানারা ইমামের *অন্যজীবন* (১৯৮৫)[৩৭] সেই সময়ের কথা বলে যখন আধুনিক শিক্ষার চিন্তা মুসলিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করার একটা পথ করে নিতে পেরেছে। জাহানারা ইমামের বাবা এই পথ করে দিয়েছেন তাঁর মেয়েদের জন্য। এই স্মৃতিকথায় বাবার সেদিনের সেই ভূমিকার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্মরণ করা হয়েছে। বাবা তাঁর প্রথম সন্তান জাহানারাকে শিক্ষিত করার জন্য সমাজ পরিবার পরিজনদের সাথে লড়েছেন। জাহানারা নিজেও ক্রমশ পুরনো সেই সামাজিক চিন্তার অসারতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। পুরাতন চিন্তার বিরুদ্ধে তিনিও তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে মেলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিপ্লববাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় তিনি দেখেছেন কৈশোরে এবং যৌবনের শুরুতে। সে বিষয়ও ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। আবার কমিউনিজমে বিশ্বাস নিয়ে বাবার সাথে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তাঁর— সে বিষয়টিও দেখতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি মুসলিম নারীর রচনা

বাঙালি মুসলিম নারীর পদযাত্রায় ১৯৫২ সাল এক অন্যতম পদচিহ্ন। 'বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। ঘরের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে রণক্ষেত্রে। মাতৃভাষার জন্য স্বামীর 'তালাক'ও তার কাছে তুচ্ছ। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীর ভূমিকা থাকলেও এমন সর্বব্যাপক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন থেকে মুসলমান নারীর জয়যাত্রার সূচনা। জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কটকালে নারীর এ ভূমিকা সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে শুধু নারী নয়, মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ব বাংলার অগণিত ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ নারী-পুরুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রওশন আরা বাচ্চু (১৯৩২-২০১৯), জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমদ (১৯৩২-২০২০), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সনজিদা খাতুন (১৯৩৩), বেগম হবিবর রহমান ভাষাচেতনায় উদ্বুদ্ধ সেদিনের সংগ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন। লিখেছেন ভাষা আন্দোলনে তাঁদের নিজেদের ভূমিকার কথাও।

ভাষা সৈনিক সুফিয়া আহমদ

সুফিয়া আহমদ তাঁর 'ভাষার জন্য আবেগ বাঁধ মানেনি'(১৯৯৭)[৩৮] প্রবন্ধে ভাষা সংগ্রামে সেদিন তাঁর অংশগ্রহণ কেমন ছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখা থেকে নারীমুক্তির তৎকালীন প্রেক্ষাপটটিও জানা যায়।

মুসলিম সমাজে তখনও মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা ছিল পশ্চাদপৎ। খুব কম অংশেই মেয়েরা শিক্ষার আঙিনায় এসেছে। অধিকাংশ ছাত্রীকে ছাত্রী হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে হত যাতে বাইরের সাথে তার কোন সংযোগ না থাকে। এমনকি যে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করেছে তাদের কাছেও এ বিষয়টি সহজ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে ছেলে—মেয়ে একসাথে মিছিলে বেরুনো এবং পুলিশের মুখোমুখি হওয়া মুসলিম মানস জগতে গুণগত পরিবর্তন আনে। ঐরকম একটি প্রতিকূল পরিস্থিতে মুসলিম মহিলারা রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করেছে। বিরুদ্ধতা শুধু বাইরের নয়। নারীর নিজস্ব

মননের, দীর্ঘদিনের সংস্কার। সামাজিক পরিস্থিতি তার মনের পিছুটান কেটে দেয়। এই কারণে সুফিয়া আহমদ ভাষা আন্দোলন থেকে প্রকৃত নারী জাগরণের সূচনা বলে মনে করেন ।[৪৪]

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি ও রওশন আরা বাচ্চু

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর একজন বীরাঙ্গনা রওশন আরা বাচ্চু। তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'(২০০৩)[৪০] প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে তিনি সেই আন্দোলনে মেয়েদের গৌরবময় ভূমিকাকে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সেদিন ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সাধারণ মানুষের অবদানকেও স্মরণ করেছেন।

১৯৫২ সালে ২৭ জানুয়ারি বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ হওয়ার সরকারী ফরমানে ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবক শিক্ষকদের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে। মেয়েদের বাধা অনেক হলেও আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তারা।

২১ ফেব্রুয়ারি গুলি চলার পর ছাত্র আন্দোলন অভূতপূর্ব জন আন্দোলনে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানের মন্ত্রী আমলারা লুকিয়ে পড়েন সেনা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। সরকার আন্দোলন দমাতে সেনাবাহিনী তলব করে। গুলি বর্ষণ, যথেচ্চভাবে গ্রেফতার, শহীদ মিনার ধ্বংস শুরু করে পুলিশ। কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে বাঙালির ভাষা চেতনা নিরন্তর প্রবাহিত হয়। তাঁর মতে— জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই তখন হয়ে উঠেছিল জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও তাদের পথপ্রদর্শক।[৪১]

'বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল

ভাষা সংগ্রাম সম্পর্কে সুফিয়া কামাল তাঁর *একালে আমাদের কাল*[৪২](১৯৮৮) আত্মচরিতে ভাষা চেতনার নির্যাসকে তুলে ধরেছেন। বাঙালিকে ভাষার জন্য এই মরণপণ সংগ্রামে

উদ্বুদ্ধ করল কোন সে চেতনা? জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে যে ভাষা তাকে ছাড়া জীবন চলে না। তাই বাঙালি গড়ে তোলে নতুন ইতিহাস।

বাঙালির এ ভূমিকা তাঁর কাছে গর্বের; আরও গর্বের নারীর অনন্য ভূমিকা প্রসঙ্গে। মুসলিম মহিলার অবরোধের বাইরে আনার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। সেই নারী প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে মিছিলে অংশগ্রহণ করছে। তাঁর কাছে নারীর এ ভূমিকা তাই পরম তৃপ্তির।

সনজিদা খাতুনের রচনায় ভাষা আন্দোলন

সনজিদা খাতুনের 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে'[৪৩] প্রবন্ধ পুর্ব বাংলার বাঙালি মানসের পাকিস্তান নিয়ে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধে জ্বলে ওঠার কাহিনি শোনায়। এই প্রবন্ধ সেই মেয়ের কাহিনী যে ভাষার কি মহিমা তা নিয়ে আগে থেকে সচেতন ছিল না। এ প্রবন্ধ সেই মায়ের কাহিনি যিনি আগে বীর ছিলেন না। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি তাঁদের সচেতন করেছে, ভাষা দিয়েছে প্রতিবাদী বীর করে তুলেছে। ভয়ের বিরুদ্ধে সে প্রথম ভাষা। যারা নারীর মাতৃ সুলভ কমনীয়তার দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় এবং অত্যাচারীকে সুরক্ষিত রাখতে চায়— তাদের বিরুদ্ধে সে ভাষা। এই প্রতিস্পর্ধা একজন মায়েরও।

বেগম হবিবর রহমান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক হবিবর রহমান ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। কবে কিভাবে জানেন না কেউ। এই মহান শিক্ষকের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বেগম হবিবর রহমান ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর স্বামীর সমর্থন সম্পর্কে বলছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে একজন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের আন্দোলনের একজন অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। শুধু সমর্থকই নন— একজন শিক্ষক হিসাবে এই আন্দোলনে কেন অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতনের প্রতিকার কেন করতে পারছেন না তা নিয়ে সতত চিন্তা করতেন।[৪৪]

এইভাবে ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল মুসলিম নারীকে সমাজের কাছে ও তার নিজের কাছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রথম ধাপ সে সফলভাবে উত্তোরিত হতে পেরেছে জয়ী হয়েছে সে। আত্মত্যাগে, যুদ্ধযাত্রায় তার অংশও কম নয় – এ তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। শক্তি সঞ্চয় করেছে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার। প্রস্তুত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিজের নারীত্ব ও মানবিক সত্তাকে বিকশিত করবার কাজে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় পূর্ব বাংলার সমাজ ও নারী আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০)

উনিশশো সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তির পর পূর্ববাংলাবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক জগতে নতুন রূপরেখা তৈরী হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষে যাঁরা নিজেদের উদ্বৃত্ত ভেবে পৃথক দেশ পাকিস্তানের দাবি করেছিলেন— তাঁদের কাছেও ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কারণ— ধর্ম যাই হোক শাসকের চরিত্র এক। তাকে চিনতে গিয়ে বাংলার মানুষ আগে বাঙালী হয়েছেন পরে মুসলমান। এই পরিচয়ই ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গবাসীকে নানান প্রতিবাদ কর্মসূচিতে জড়িয়ে রেখেছিল। এই সময় নারীও ধীরে ধীরে অনেক কিছু আবরণ ভেদ করে বাঙালি পরিচয়কে সাথে নিয়ে শিক্ষা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। যদিও মৌলবাদী এক শাসনামলে তা সহজ ছিল না মোটেই। কিন্তু স্বৈরাচারী মৌলবাদী শাসনের পাষাণভার আলগা করতে নারীও অংশগ্রহণ করেছেন রাস্তায় নেমে আবার অন্তঃপুরে থেকেও। এই সময়কে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের লেখা নিয়ে সমাজ প্রগতির আন্দোলন ও তার নিজস্ব মুক্তির দাবি নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনের সেই সময়ের গতিপথকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), মালেকা বেগম(১৯৪৪), নবুয়াত ইসলাম পিনকি(১৯৪৪), সনজিদা খাতুন(১৯৩৩), কোহিনূর হোসেন সেই দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়।

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল আমৃত্যু সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন যোদ্ধা। তিনি নিজে যেহেতু ছিলেন একজন সমাজ সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মী তাই সেই সময়ের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন আন্তরিকভাবে যুক্ত। তাতে অনেক সরকারি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সত্যের পথ থেকে টলানো যায় নি। দেশের শিশু, মহিলা, যুবক সবাইকে দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশীদার করেছেন। প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের উত্তাল গণ অভ্যুত্থানের। ১৯৭০ এর নভেম্বর ডিসেম্বরের ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে মানুষের কাতারে মৃত্যুর কথা, সুধী সমাজের ত্রাণ বন্টনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা তিনি লিখছেন। তাঁর *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮) *একাত্তরের ডায়েরী* (১৯৮৬) গ্রন্থে তাঁর সেই বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে।

মালেকা বেগম

মালেকা বেগম সামাজিক রাজনৈতিক একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর ভূমিকার কথা, নারীর সমস্যার কথা অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। ১৯৪৭এর স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে, নারীমুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন— *বাংলার নারী আন্দোলন* (১৯৮৯), *নারীমুক্তি আন্দোলন* (১৯৮৫), *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (২০১১) প্রভৃতি গ্রন্থে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মৌলবাদী সরকার প্রথমেই নারী শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা, নারীর প্রকাশ্যে বিচরণ করা সহ গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, নারীর ভোটাধিকার, স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষে মহিলাদের অদম্য লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়ার পরিচয় পাই।[৪৫]

পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, দাঙ্গা প্রতিরোধে, গণ অভ্যুত্থানে, সাধারণ নির্বাচনে, ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যায় সমাজের সর্ব স্তরের মহিলাদের অনন্য ভূমিকার বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় গ্রন্থগুলিতে।

এই সমগ্র সময়ে নারীর অংশগ্রহণে পিছিয়ে থাকা নিয়ে লেখক এক অনন্য সাধারণ মূল্যায়ণ করেছেন। এর কারণ নারীর দীর্ঘদিনের অবোরোধের সাথে স্বৈরাচারী শাসকের আইন এবং সমাজ মননের দীর্ঘদিনের সংস্কার।[৪৬] তবে তাঁদের আন্তরিক তৎপরতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন পরবর্তী অধ্যায়— মুক্তিযুদ্ধে 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার' কাজে প্রস্তুত হয়েছে।[৪৭]

নবুয়াত ইসলাম পিনকি

নবুয়াত ইসলাম পিনকি দুটি স্মৃতিকথা— 'অরুণোদয়ের দিনগুলি: উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল'(২০২০, জানু ৩০) ও '৬৪-এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত'(১৭ মে, ২০১৯artbdnews.com)

নবুয়াত ইসলাম পিনকির এই দুটি প্রবন্ধের সূত্রে জানা যায় দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষের চরম সংকটের কথা। জানা যায় সেই সময়ের মেয়েদের কঠিন নিয়মে বাঁধা আবাসিক জীবনের চিত্র। দেখতে পাই দেশ নির্বিশেষে সংখালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবম্মৃত হয়ে বাঁচার কাহিনী। আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্যারের তন্ময় হয়ে বৈষ্ণব পদাবলী পড়ানোর কথায় তখনকার অসাম্প্রদায়িক চেতনার নাড়টি ধরা যায়। প্রাপ্তি হয় তখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। শাসকের নৃশংস বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র ছাত্রীরা একত্রিত হয়েছে। দেখছি ইডেন কলেজের সহ অধ্যাপক রোকেয়া কবীরের অসম সাহসী পদক্ষেপ। অনুভব করা যায় এদেশের মানুষের অশেষ দেশপ্রেমের কথা।

কোহিনূর হোসেন

কোহিনূর হোসেন, তাঁর স্বামীর স্মৃতিচারণায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার(১৯৬৯) কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৮] এই মামলায় প্রকৌশলী তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যাণ্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত। তিনি নৌ বাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থানের বিরাট পরিকল্পনা করেন।

কোহিনূর হোসেনের এই লেখা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাময় রূপরেখাটি বোঝা যায়। ১৯৬৯সাল— মহিলা শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্য জঙ্গী আন্দোলন। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা। সব মিলিয়ে অগ্নিগর্ভ পূর্ব বাংলা। এই রকম সব ধরণের উত্তাপ মিলতে মিলতে বাঙালিকে পৌঁছে দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নে।

সনজিদা খাতুন

সনজিদা খাতুন পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষায় নিবেদিত এক প্রাণ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য সোচ্চারে ফেটে পড়েছিল তা আজও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। পাকিস্তান শাসকের তীব্র মৌলবাদী আগ্রাসনের ফলে বাংলাভাষা ও বাংলার সংস্কৃতি চর্চা হয়ে পড়েছিল দেশদ্রোহীতার সামিল।[৪৯] এর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর মনে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এক অদম্য আশা জন্মেছিল। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আগে এগিয়ে এসেছিলেন সংস্কৃতি রক্ষায়। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংসের একের পর এক আক্রমনের বিরুদ্ধে নিরলস ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর 'আমাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির আন্দোলন', 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই' 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি' প্রবন্ধগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অবলম্বন রূপে পূর্ববাংলার মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৫০] ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হলে ঐতিহ্য স্মরণের আয়োজন জরুরী। সেইজন্যই বৈরী পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য গান হয়ে উঠল উজ্জীবনী মন্ত্র।[৫১]

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়

মুক্তিযুদ্ধ বাংলার নারীর অবস্থানকে সমূলে নাড়া দিয়েছে। তার এ অবস্থান সমসাময়িক বিশ্বে ও আবহমান কালের ইতিহাসে বিরল। বাঙালি নারী এক ধাক্কায় নিজের অন্তরকে বাইরে এনেছে এবং বাইরের টানাপোড়েনকে নিয়ে গেছে অন্দরে। ১৯৭১এর সেই নয়

মাসে দেশের মর্যাদা রক্ষায় ত্রিশ লক্ষের বেশি শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ও দু লক্ষেরও বেশি নারী তার সম্মান বিনিময় করে এনেছে স্বাধীনতা। এসেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ফেলে গেছে লাখো স্বজনহারার কান্না। দান করে গেছে একইসাথে নারী মুক্তির বহুদিক বিস্তৃত সম্ভাবনা আর বঞ্চনা, অবমাননার ইতিহাসকে। সে ইতিহাস লেখা আছে জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯২৪), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), পান্না কায়সার(১৯৪৭), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), মুশতরী শফী (১৯৩৮), মালেকা বেগম(১৯৪৪) নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), সেলিনা হোসেন(১৯৪৭) বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, শেখ সালমা নার্গিস,সারা আরা মাহমুদ, জেসমিন সাদিক, যেবা মাহমুদ, মারুফা হাসিন, শামসুন্নাহার আজিম, মিলি রহমান, শাহজাদী বেগম, ডাঃ জাহানারা রাব্বী, ঝর্ণা জাহাঙ্গীর, কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, সেলিনা খাতুন, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা আখতার জাহান, ফিরদৌসি প্রিয়ভাসিনী প্রমুখের রচনায়।

মা

ঘোমটার আড়ালে থাকা বাঙালি মায়ের চির পরিচিত আদলকে বদলে দেয় মুক্তিযুদ্ধ। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল। বিদেশে পড়বার হাতছানি ছিল। ছিল চাকরি করে স্বামী পরিত্যক্ত দুঃখী দরিদ্র মায়ের দুঃখ মোচনের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের রূপান্তর ঘটে। গর্ভধারিনী আর, দেশ জননী এক হয়ে যান।

সন্তান

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে সন্তানরা তাঁদের বাবা মা হারানোর অসীম যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। অনেক সন্তান তার বাবাকে দেখেনি। বাবার সাথে আলাপ ছবিতে।[৫২] তাই ভেবেছে- বাবা ছবির মত, মানুষের মত নয়।[৫৩] আর যেসব মেয়েরা বাবাকে কাছে পেয়েছে। তারা আজও ভাবে- এই বোধহয় বাবা আদরের মেয়ের আদুরে নামটি ধরে ডাক দিয়ে কোলে তুলে নেবে। সন্তানরা বাবার সেদিনের সেই প্রতিবাদী চেতনার আগুন জালিয়ে রাখে তাদের মনে। বাবার মত বীর হওয়ার প্রেরণা জাগে।

স্ত্রী

প্রিয়তম মানুষটি দিয়ে ঘেরা নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়া, তার সাথে সন্তানদের লালন পালন, তাদের সুরক্ষিত রাখা। আর প্রিয়তমের নৃশংস হত্যার স্মৃতি বহন করে ক্রমাগত ক্ষত বিক্ষত হওয়া। কিন্তু নিজের যন্ত্রণা উদযাপনের মধ্য দিয়েই শহীদের স্ত্রীরা জীবন জীবন অতিবাহিত করতে পারেন নি। নিজেকে মিলিয়েছেন আরও হাজার শহীদের স্ত্রী, সন্তানের দুঃখের সাথে। তাদের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য সামিল হয়েছেন।[৫৪] তাঁদের স্মৃতির পাতায় উথলে ওঠে সেই প্রিয় মানুষদের অপার দেশপ্রেম আর অসীম সাহসের কাহিনি।

বোন, দিদি

মুক্তিযুদ্ধে বাঁধন কেটে গেছে কত শত ভাই বোনের সম্পর্কের। কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, সেলিনা খাতুন লিখছেন তাঁদের সেই ভাইদের বীর গাথার কথা।

বন্ধু, সহকর্মী

সামাজিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গেলে বাঙ্গালী মেয়ের কি অবস্থা হয় তার প্রতীক সেলিনা পারভিন, মেহেরুন্নেসাদের মৃত্যু। মালেকা বেগম, মকবুলা মঞ্জুর লিখছেন এঁদের সেই অসম সাহসী বন্ধুর কথা। নীলিমা ইব্রাহীম লিখছেন, প্রিয় শিক্ষক ও সহকর্মী জ্ঞান তাপস সন্তোষ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সহকর্মীর নির্মম মৃত্যুর কাহিনি।

মুসলমানের ছেলে হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা কেন গড়বে! এই ধর্ম মোহেই নিহত হতে হয় শিল্পী শহীদ আবদুর রশিদ সরকারকে। সেলিনা আখতার জাহান সবার বন্ধু এই শিল্পী মানুষটিকে স্মরণ করেছেন।

প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধ প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাদের ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকতে দেয়নি। তাঁদেরকেও এনে ফেলেছে লড়াইয়ের ময়দানে। ভিখারিনী কখনও পাগলিনীর বেশে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংবাদ দাতার কাজ করেছেন। যে সব প্রৌঢ়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি; বয়সের

কারণেই নিজেদের নিরাপদ ভেবেছেন, তাঁরাও রেহাই পাননি। ধর্ষিতা হয়েছেন অত্যাচারী পাক সেনাদের হাত থেকে ।

যোদ্ধার বেশে

যোদ্ধার বেশে সে পুরুষের সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। আলেয়া বেগম, শিরিন বানু মিতিল, আলমতাজ ছবি, মেহেরুন্নেসা মিরা, হালিমা খাতুন, তারামন বিবি, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণারা ছিলেন এই সব অসম সাহসী নারী যোদ্ধাদের প্রতিনিধি।

সেবিকা

মুক্তিযুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে নার্স হিসাবে আয়া হিসাবে কত নারী যুক্ত ছিলেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করা, তাঁদের সেবা সুশ্রুষা করার জন্য তাঁরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। যুদ্ধের মাসে তাঁদের ছিল বিশ্রামহীন দায়িত্ব। এই কাজে ছাত্রীরা, শিল্প জগতের মানুষ, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা সবাই নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করেছেন। যাঁরা যুদ্ধের ফ্রন্ট্রে যেতে পারেননি তাঁরা বাড়িতে থেকে ওষুধ পত্র, খাবার, পোশাক সরবরাহ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।

বীরাঙ্গনা

১৯৭১এর নয় মাসে লক্ষ লক্ষ কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধমহিলা গণধর্ষিতা। প্রতিবাদী নারীকে গণধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। নারী অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে প্রদর্শনের জন্য রেখেছে সবার সামনে। বিদেশী শাসকের আর্মি দ্বারা অত্যাচারিত, ধর্ষিত, ক্ষত বিক্ষত হতে হতেই সারা অন্তর জুড়ে ধ্বনিত করেছে ‘জয় বাংলা’।

এই ধর্ষিতদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেওয়া হয়েছে ‘বীরাঙ্গনা’ উপাধি। কিন্তু সমাজ বীর হিসাবে তাদের গ্রহণ করা দূরে থাক মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি।[৫৫]

পরিশেষে এ কথা বলার এই রচনাগুলিতে একাত্তরের বীর চরিত্রের কথা যেমন ধরা পড়েছে তেমনি আছে হারিয়ে যাওয়া স্বজনের স্বপ্নহারার যন্ত্রণা। কিন্তু এর মাঝেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আবার জাগিয়ে তুলবার অদম্য চেষ্টা শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের

চেতনাকে বুকে করে শুরু হয় উত্তাল আন্দোলন। সে আন্দোলন গড়িয়ে আসে এই শতকেও। তাই স্বজনহারার অধরা স্বপ্ন দেখে বেদনা, হতাশা শেষ কথা বলে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাহিত হয়ে যায় আজও।

আর নারীদের নিজস্ব ক্ষেত্রে ৭১ মুক্ত করেছে এক বিস্তৃত পরিসরে। মুখের পর্দা সরালে যে নারীকে কোতল করার বিধান দেওয়া হত, সে নারী এখন রাজপথে, যুদ্ধের ফ্রন্টে। সমাজ কি ভাবল, প্রতিদানে সমাজ কি মর্যাদা দিল সেটা সমাজের দিক। নারী নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে; সে এমন মুক্তি ঘোষণা করেছে নিজের জন্য– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান এমন উচ্চতাতেই।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় যা দেখা গেল— ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে কতিপয় মুসলিম নারী সোচ্চার হয়েছিলেন, নেমে এসেছিলেন রাজপথে। ওই বছর রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) *SUTAN'S DREAM* ও *মতিচূর* প্রথম খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল নারীমুক্তির এক নতুন আলোকবর্তিকা। তাঁর সেই অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা একটু একটু করে অন্তঃপুরের অবরোধে বন্দী নারীদের ঘুম ভাঙায়। তিনি অকুণ্ঠ অনুপ্রেণায় তৈরি করেছিলেন গুটিকয়েক সহযোদ্ধাকে। তাঁরা তাঁর কর্মকাণ্ড ও আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বহুদূরে। তার সাথে মানবতাবাদের চিন্তা, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী চেতনা, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি চিন্তার প্রসার বাঙালি মুসলিম মানসে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই চিন্তার আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল মুসলিম নারী পরবর্তীকালে সমাজ প্রগতি ও নারীর নিজস্ব মুক্তির লক্ষে এগিয়ে এসেছেন। পরবর্তীকালে তাই তাঁদের রচনায় এই বিষয়গুলি ধরা পড়ে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীন পাকিস্তানে মৌলবাদী শাসনে নারীর মুক্তচিন্তার পরিসর সঙ্কুচিত হতে থাকে। নেমে আসে বাঙালির নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির উপর আক্রমন। সামাজিক রাজনৈতিক এই বিরুদ্ধতার প্রতিবাদে তাঁরা কলম ধরেছেন। আর এক ঔপনিবেশিক সামরিক শাসন যখন সমগ্র জাতিসত্তাকে শেষ করে দিতে চাইছে তখন বাঙালি জাতি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে। এই সময় বাঙালি নারী যাবতীয় পিছুটান কেটে নিজের নিজের

অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে। এতে কেউ নারীত্বের মর্যাদাটুকুও হারিয়েছেন অমানবিক লাঞ্ছনায়। অপমানের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বীর দর্পে উচ্চারণ করেছে- 'জয় বাংলা'। স্বাধীনদেশে এতবড়ো বীরত্বের সম্মানটুকুও জোটেনি। কিন্তু নিজে অন্তরে উচ্চারণ করেছে- সে 'বীরাঙ্গনা'।

একদিকে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শাসকের ধর্মে ধর্মে বিভাজনের নীতি অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদী আন্দোলনে সংঘাতের আবর্তে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা; যার পরিণতি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে। এই পথেই মুসলিম নারীর সমাজকে দেখা ও তার নিজস্ব মুক্তির ধারাটি সম্পৃক্ত। তাই তার রচনায় নারী মুক্তির সাথে রাজনৈতিক-সামাজিক পটপরিবর্তনের চিত্রটি ধরা পড়ে। অন্তঃপুরের অবহেলিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে শুধু নিজের মুক্তিই ঘোষণা করল না দেশের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

তথ্যসুত্র:

১। সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী, রোকেয়া রচনাবলী,* সম্পাদনা- অনিল ঘোষ, প্রকাশক- কথা, রামগড়, কলকাতা- ৭০০০৪৭, সংস্করণ- ২০১৪, পৃ- ৪০৭, মূল্য- ৪০০টাকা।

২। প্রাগুক্ত, *মতিচূর* 'স্ত্রীজাতির অবনতি' *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

৩। প্রাগুক্ত, 'অলংকার না Badge of Slavery?', *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ -৬৩০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬০।

৫। প্রাগুক্ত, *মতিচূর* 'স্ত্রীজাতির অবনতি' *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

৬। প্রাগুক্ত, *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮৮।

৭। প্রাগুক্ত, 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সভানেত্রীর ভাষা'। পৃ—২৪৭

৮। প্রাগুক্ত, *মতিচূর* 'সুগৃহিনী' *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭ ।

৯। প্রাগুক্ত, *রোকেয়া রচনাবলী,* পত্র- ৭, পৃ- ৫৩৪।

১০। প্রাগুক্ত, *মতিচূর* 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২।

১৩। হোসেন, আনোয়ার, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১। প্রগতিশীল প্রকাশন। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। জুন ২০২৪। পৃষ্ঠা - ১২৯।

১২। রহমান, মাসুদা, 'বাড়বানল', *বিজলী,* ৩০ চৈত্র, ১৩২৯, উদ্ধৃত, আখতার, শাহীন, ভৌমিক, মৌসুমী (সম্পা), *জানানা মহ্ফিল,* ১ম প্রকাশ জানু,১৯৯৮, প্রকাশক- স্ত্রী, পৃ- ৫৮।

১৩। রহমান, মাসুদা, বাড়বানল, হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত- ১৩০।

১৪। নুরুন্নেসা, 'স্বপ্নদ্রষ্টা', উদ্ধৃত- *জানানা মহ্ফিল,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৯২।

১৫। হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২।

১৬। খানম, ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা সমগ্র* ১৯২৭- ১৯৩১, ১ম প্রকাশ- জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ২৫০ টাকা, পৃ-৪৯৭।

১৭। খানম ফতেমা, প্রাগুক্ত,*শিখা সমগ্র,* পৃ- ৪৯৩।

১৮। খানম, ফতেমা, প্রাগুক্ত, *শিখা সমগ্র,* পৃ-৪৯৪।

১৯। খানম, ফতেমা, সংকলিত- *জানানা মহ্ফিল,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৭।

২০। খয়রুন্নেসা, বিবি, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়, *বাঙালি মেয়ের ভাবনা মূলক গদ্য*। সঙ্কলন ও সম্পাদনা- সুতপা ভট্টাচার্য্য। সাহিত্য একাদেমি। পঞ্চম মুদ্রণ।পৃষ্ঠা- ১৮৬। মূল্য-১৫০/-।

২১। প্রাগুক্ত, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়', *বাঙালি মেয়ের ভাবনা মূলক গদ্য,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭।

২২। খাতুন, খায়রুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর,* ৩য় বর্ষ , ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২, পৃ- ২২৭-২৮১।

২৩। খায়েরুন্নেসা, স্বদেশানুরাগ, প্রাগুক্ত।

২৪। রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ, 'ভারতী', *ভারত-মহিলা,,বাঙালি মেয়ের ভাবনা মূলক গদ্য,* প্রাগুক-পৃ-২৬৮।

২৫। রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ, 'খনা', *ভারত-মহিলা, বাঙালি মেয়ের ভাবনা মূলক গদ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৭১।

২৬। ফজিলতুন্নেসা, ভৌমিক, মৌসুমী, আক্তার, সাহিন(সম্পা), ''জানানা মাহ্ফিল'', প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৮। প্রকাশনা স্ত্রী। পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮।

২৭। ফজিলতুন্নেসা, নারী জীবনে আধুনিকতার আস্বাদ, *শিখা সমগ্র,* সঙ্কলন ও সম্পাদনা- মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বাঙ্গলা একাডেমী ঢাকা ১০০০। পৃষ্ঠা- ২৬৬। মূল্য ২৫০/-

২৮। সিদ্দিকা খাতুন, মাহমুদা। 'বর্তমানে নারীর কর্তব্য' উদ্ধৃত- প্রাগুক্ত হোসেন আনোয়ার। পৃ-

২৯। পল্লীর প্রতি নারীর কর্তব্য। *জানানা মাহফিল,* প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৭৯।

৩০। সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান। *জানানা মাহফিল,* প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ১৮৮।

৩১। হোসেন, আনোয়ার। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ১৩৯।

৩২। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ১৪২।

৩৩। মজিদ, আছিয়া, 'শিক্ষা', "সওগাত"(মহিলা সংখ্যা), দশম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪০, পৃ- ১২।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ-১৩।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ-১৪।

৩৬। মজিদ, আছিয়া, 'নবযুগের শিশু', "সওগাত"(মহিলা সংখ্যা), কার্ত্তিক ১৩৪২, পৃ-৪০৭।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৯।

৩৮। কামাল, সুফিয়া একালে আমাদের কাল, সুফিয়া কামাল রচনাবলী।

৩৯। ইমাম, জাহানারা, অন্যজীবন।

৪০। আহমেদ, সুফিয়া, 'ভাষার জন্য বাঁধ মানেনি সেদিন', *অমর একুশে এবং আজকের বাংলাদেশ,* হক, ইমদাদুল(সম্পা), মুন্নী প্রকাশক, বাংলা বাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ- ১০০, মূল্য- ৭০টাকা।

৪১। হক, ইমদাদুল (সম্পা), 'জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ' *কালের কণ্ঠ,* www.kalerkantho.com, 'রাষ্ট্রভাষা আপডেট- ৬ ফেব্রু, ২০১৬, ০১.০।

৪২। 'রাষ্ট্রভাষা আরা, বাচ্চু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', *ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর,* 'রাষ্ট্রভাষা মাওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ফেব্রু ২০০৩, ঢাকা ১১০০, পৃ- ১০৬, মূল্য- ৩০০ টাকা।

৪৩। আরা, রওশন বাচ্চু, প্রগুক্ত, পৃ- ১১২।

৪৪। কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল ,* arts.blnews24.com

৪৫। খাতুন, সনজিদা, 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* 'রাষ্ট্রভাষা আবুল হাসানত সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, নয়া উদ্যোগ, কল-৬, পৃ- ১৪, মূল্য- ২৫০টাকা।

৪৬। রহমান, বেগম হবিবর, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি: ১৯৭১* , ১ম খণ্ড, ১ম পুনর্মূদ্রণ- ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা, পৃ- ৩১-৩৬।

৪৭। বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, মূল্য- ৭০টাকা। পৃ- ৭৯, ৮০, ৮১।

৪৮। বেগম, মালেকা; *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, ১ম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ- ৩৬, ৩৭।

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮।

৫০। স্মৃতি: ১৯৭১, ৪র্থ খণ্ড, হায়দার, রশীদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মূল্য- ৫০টাকা, ১ম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ- ।

৫১। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই, সনজিদা খাতুন, প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন, ভূমিকা – সম্পাদনা- আবুল হাসনত, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ- ফেব্রু ২০১০, মূল্য- ৫৮০ টাকা,পৃ- ২৪১।

৫২। প্রাগুক্ত, দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি পৃ-১৪২।

৫৩। প্রাগুক্ত, আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন, পৃ- ৩১৫।

৫৪। বানু, খায়রুন্নেসা, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি:১৯৭১* (ষষ্ঠ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা পৃ- ৩৭।

৫৫. আলমগীর, নাদিরা, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ (সম্পা) *স্মৃতি: ১৯৭১,* ১ম প্রকাশ- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৯ম খণ্ড, পৃ-১১

৫৬। কায়সার, পান্না(সম্পা), "হৃদয়ে একাত্তর", ২য় মুদ্রণঃ বৈশাখ ১৪০৫ মে ১৯৯৮, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, মূল্য- ১২০টাকা।

৫৭। ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি,* ৭ম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৬, জাগৃতি প্রকাশনী, শাহবাগ ঢাকা ১০০০, মূল্য- ৩০০টাকা।

গ্রন্থপঞ্জী

আকরগ্রন্থ:

রোকেয়া, স্ত্রী জাতির অবনতি,*মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫,কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

রোকেয়া, 'মুক্তিফল', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* শ্রাবণ ১৩১৮/৪:২, সম্পাদক-শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ; হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল, ৪:২ ।

রোকেয়া, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি, সভানেত্রীর অভিভাষণ, *সওগাত,* চৈত্র ১৩৩৩, সম্পাদক-নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, ৪:১০।

রোকেয়া, 'রানী ভিখারিনী', *মোহাম্মদী,* সম্পাদক- আকরম, খাঁ, পৌষ ১৩৩৪/১:৬।

রোকেয়া, 'নিরীহ বাঙ্গালী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

রোকেয়া, 'চাষার দুক্ষু', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* বৈশাখ-১৩২৮, ৪:১, সম্পাদক- শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ; হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল, ৪:১।

রোকেয়া, 'বলিগর্ত্ত, *নবনূর* , আশ্বিন ১৩১১/২:৬।

রোকেয়া, '৭০০ স্কুলের দেশে', *সওগাত,* সম্পাদক- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, কার্তিক ১৩২৭।

রোকেয়া, 'আমাদের অবনতি'/ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫।

রোকেয়া, 'শিশুপালন', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কার্তিক- ১৩২৭/৩:৪, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'সুগৃহিনী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড।

রোকেয়া, 'অর্ধাঙ্গী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড।

রোকেয়া, 'সুবেহ সাদেক', *মোয়াজ্জিন,* আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭।

রোকেয়া, 'এণ্ডি শিল্প', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কার্তিক ১৩২৮/৪:৩, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'তিন কুঁড়ে', বার্ষিক *সওগাত* , ১৩৩৩, সম্পাদক- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ।

খায়েরুন্নেসা, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়',*নবনূর* , ৮ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৩১১, সম্পাদক: এমদাদ আলী, সৈয়দ।

খায়েরুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর* , আশ্বিন, ১৩১২, সম্পাদক- এমদাদ আলী, সৈয়দ, পৃ- ২৭৭-২৮১ ।

রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ 'খনা',*ভারত মহিলা,* অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ।

রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ, 'ভারতী', *ভারত মহিলা* , ভাদ্র, ১৩১৯।

রহমান,মাসুদা, 'বাড়বানল', *বিজলী,* ২ চৈত্র, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, সদনুষ্ঠান- "কথা বনাম কাজ", *বিজলী* , ৩০ চৈত্র, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'শান্তি ও শক্তি', *ধূমকেতু* , ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'আমাদের স্বরূপ', *ধূমকেতু,* ২১ আশ্বিন, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'আমাদের দাবী', *ধূমকেতু,* ২ আশ্বিন, ১৩২৯।

বিদ্যাবিনোদিনী, নুরুন্নেছা, 'আমাদের কাজ', *সওগাত,* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬।

খাতুন, নুরুন্নেসা, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সংঘ সভানেত্রীর অভিভাষণ, *সওগাত,* মাঘ ১৩৩৩।

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'সাহিত্য ও আর্ট', *মাসিক মোহাম্মদী,* অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'পল্লীর প্রতি নারীর কর্ত্তব্য', *গুলিস্তা,* অগ্রহায়ণ ১৩৪০

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'বর্ত্তমানে নারীর কর্ত্তব্য' *মোয়াজ্জিন* ৩য় বর্ষ চৈত্র ১৩৩৮,

ফজিলতুন্নেসা, 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', *শিখা,* ২য় বর্ষ, ১৯২৮, সম্পাদক- হোসেন, আবুল।

ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *সওগাত* , অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর মুক্তি', *সওগাত* , ভাদ্র, ১৩৩৬।

খানম ফাতেমা, 'দিদারুলের সাহিত্য প্রতিভা', *মাসিক সঞ্চয়,* ফাল্গুন - চৈত্র ১৩৩৬

খানম, মামলুকুল ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা* , ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০, প্রাগুক্ত।

খাতুন চৌধুরানী, রাজিয়া, 'সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান', *সওগাত* , ভাদ্র, ১৩৩৪।

মজিদ, আছিয়া বি এ, 'নবযুগের শিশু,*সওগাত, মহিলা সংখ্যা,* কার্তিক ১৩৪২।

মজিদ, আছিয়া, বি এ, 'শিক্ষা', *সওগাত, মহিলা সংখ্যা,* ১৩৪০।

নাহার, মাহমুদ, 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার', *সওগাত, মহিলা সংখ্যা* , কার্তিক, ১৩৪২।

খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন,* নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১১০০, ১ম প্রকাশ ফেব্রু ২০১০।

খাতুন, সন্‌জিদা, 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি' *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন,* প্রাগুক্ত।

খাতুন, সন্‌জিদা, 'আমাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির আন্দোলন', *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন*, প্রাগুক্ত।

আহমেদ, সুফিয়া, 'ভাষার জন্য বাঁধ মানেনি সেদিন', *অমর একুশে এবং আজকের বাংলাদেশ,* হক, ইমদাদুল(সম্পা), মুন্নী প্রকাশক, বাংলা বাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ- ১০০, মূল্য- ৭০টাকা।

খাতুন, সনজিদা, 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* রাষ্ট্রভাষা আবুল হাসানত সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, নয়া উদ্যোগ, কল-৬, পৃ- ১৪, মূল্য- ২৫০টাকা।

আরা, বাচ্চু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', *ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর,* মাওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ফেব্রু ২০০৩, ঢাকা ১১০০, পৃ- ১০৬, মূল্য- ৩০০ টাকা।

স্মৃতিকথা ও অন্যান্য

রোকেয়া, পদ্মরাগ, প্রকাশ- ১৯২৪, ৮৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী,* প্রকাশ- ১৯৩১, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ- জুন ২০১০, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ১০০/- টাকা।

কামাল, সুফিয়া, একাত্তরের ডায়েরী, পঞ্চম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ২৫০ টাকা।

কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮), *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল , গুপ্ত, শ্যামলী; সাত্তার, আবদুস; রায়, গৌতম (সম্পা), পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা, পৃ-৪৯০।*

ইমান, জাহানারা, একাত্তরের দিনগুলি, ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৬, ৩০ ম জানু ২০১৩, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা- ১০০০, মূল্য-৩০০টাকা।

ইমাম, জাহানারা, অন্যজীবন , ৪র্থ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪২৩, চারুলিপি প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা, দাম- ২০০টাকা।

প্রিয়ভাষিণী, ফেরদৌসী, নিন্দিত নন্দন, শব্দ শৈলী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রু ২০১৪, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৩০০ টাকা।

কায়সার, পান্না(সম্পাদিত), হৃদয়ে একাত্তর, ২য় মুদ্রণঃ বৈশাখ ১৪০৫ মে ১৯৯৮, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, মূল্য- ১২০টাকা।

কায়সার, পান্না, 'আমার স্বামী' শহীদুল্লাহ কায়সার, স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), হায়দার, রশীদ(সম্পা), ১ম পুনমুদ্রণ- ফেব্রু ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

চৌধুরী, বেগম মাসুমা, 'আমার সন্তান' এ এফ জিয়াউর রহমান, স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড),, প্রাগুক্ত।

মাহমুদ, সারা আরা, 'আমার স্বামী' আলতাফ মাহমুদ, স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা' স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

হাসিন, মারুফা, 'আমার বাবা' আবু তালেব, স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

জাহাঙ্গীর, ঝর্ণা, 'আমার স্বামী, গোলাম মোস্তফা, স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

আজিম, শামসুন্নাহার, 'আমার স্বামী', আনোয়ারুল আজিম,স্মৃতিঃ১৯৭১, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

বেগম, আরশেদা রীনা, 'আমার ভাই', আরজ আলী, হায়দার, রশীদ(সম্পা),স্মৃতিঃ১৯৭১,(২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রু ১৯৯৩, মূল্য- ৭০ টাকা।

মঞ্জুর, মকবুলা, 'আমার বন্ধু', মেহেরুন্নেসা, স্মৃতিঃ১৯৭১,(২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত।

তামান্না, কাজী, 'আমার ভাই' ডাঃ হাসিময় হাজরা, স্মৃতিঃ১৯৭১, (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রহমান, মিলি, 'আমার স্বামী' বীরশ্রেষ্ঠ মতিয়ুর রহমান,স্মৃতিঃ১৯৭১, (২য়খণ্ড), প্রাগুক্ত।

খাতুন, সেলিনা, 'আমার ভাই' এ কে শামসুদ্দীন, হায়দার, রশীদ(সম্পা),স্মৃতিঃ১৯৭১ (৩য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৩৫টাকা।

বেগম, মালেকা, 'আমার অগ্রজা বন্ধু' সেলিনা পারভিন, হায়দার, রশীদ(সম্পা), হায়দার, রশীদ(সম্পা), স্মৃতিঃ১৯৭১ (৪র্থ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৫০টাকা।

হোসেন, কোহিনূর, 'আমার স্বামী' মোয়াজ্জেম হোসেন, স্মৃতি:১৯৭১,(৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত।

হোসেন, সেলিনা, 'আমার প্রতিবেশী' ডঃ সিদ্দিক আহমদ, হায়দার, রশীদ(সম্পা), স্মৃতি:১৯৭১ (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯২, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

বানু, রোকেয়া, 'আমার ছেলে' মোকারম হোসেন, স্মৃতি:১৯৭১ , (৫ম খণ্ড) প্রাগুক্ত।

সাদিক, জেসমিন, 'আমার বাবা' সোনাওর আলী, হায়দার, রশীদ(সম্পা),স্মৃতি:১৯৭১ (ষষ্ঠ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

বানু, খায়রুন্নাহার, 'আমার বাবা' শেখ মো. শামসুজ্জোহা,স্মৃতি:১৯৭১ (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রহমান, সুলতানা, 'আমার সন্তান' আহমদ ওয়াহিদুর রহমান, হায়দার, রশীদ(সম্পা),স্মৃতি:১৯৭১(৭ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৫, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৫৫টাকা।

সালমা নার্গিস, শেখ, 'আমার বাবা' শেখ আবদুস সালাম, হায়দার,স্মৃতি:১৯৭১ (৭ম খণ্ড), প্রাগুক্ত।

জাহান, সেলিনা আখতার, 'আমার স্বজন' আবদুর রশিদ সরকার, স্মৃতি:১৯৭১ (৯ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলমগীর, নাদিরা, 'আমার স্বামী' এ টি এম আলমগীর,স্মৃতি:১৯৭১ (৯ম খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রাব্বী, ডা: জাহানারা, 'মুক্তির আলোকে অনির্বান শিখা : ডা: ফজলে রাব্বী'; শহীদ, বুদ্ধিজীবী স্মারক গ্রন্থ , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ- জানু ১৯৯৪, মূল্য- ৮৫ টাকা।

খাতুন, রাবেয়া, একাত্তরের নয় মাস, আগামী প্রকাশনী, ১ম সং- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৬৫ টাকা।

ইব্রাহিম, নিলিমা, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ৭ম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৬, জাগৃতি প্রকাশনী, শাহবাগ ঢাকা ১০০০, মূল্য- ৩০০টাকা।

চিঠিপত্র:-

রোকেয়া, প্রাপক- রহমান, মোহসেনা, ২৮.১১.৩১, ২১.০৫.১৯২৯, রো র, প্রাগুক্ত, পৃ- যথাক্রমে ৫৪০-৫৪১, পৃ- ৫৩৪।

রোকেয়া, প্রাপক- রহমান, মুজিবর, ১০.০১.১৯১১, ১০.০১.১৯১৩, ২০.১২.১৯১৮, রো র, প্রাগুক্ত, যথাক্রমে পৃ- ৫৪৮- ৫৪৯, ৫৪৬, ৫৫৮-৫৫৯।

রোকেয়া, প্রাপক- ইয়াসিন, মোহাম্মদ, ৩০.০৯.১৯১৩-০১.১০.১৯১৩, ওই, পৃ- ৫৫০-৫৫১ ।

রোকেয়া, প্রাপক- রসীদ, মরীয়ম, ২৪.০৩.৩০, পৃ- ৫৩৫।

রোকেয়া, প্রাপক-আহমদ, খান বাহাদুর তসদ্দক , ২৫.০৪.৩২, পৃ- ৫৪৩।

কামাল, সুফিয়া; আলম, মাহবুবকে লেখা চিঠি, ২০.০৯.১৯৩৭, নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল , গুপ্ত, শ্যামলী, সাত্তার, আবদুস, রায়, গৌতম (সম্পা), পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা, পৃ-৪৯০ ।

কামাল, সুফিয়া, নাসিরুদ্দীনকে লেখা চিঠি, ২৩ জুলাই, ১৯২৯,নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল , প্রাগুক্ত পৃ-৪৮৮।

কামাল, সুফিয়া; ফজল, আবুলকে লেখা, ০৪.০৯.৩৭,নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল , প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯৩।

ইমাম, জাহানারা, মৃত্যুর আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি, শাহবাগ শাহবাগ, আমরা, এক সচেতন প্রয়াস, ৩৯৩ সার্ভে পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯২, ১ম প্রকাশ- বৈশাখ,১৪২০, সম্পাদনা- রায় চৌধুরী, শুভ্রপ্রতীম, মূল্য- ১০০/- টাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৮৩, প্রকাশক- হাবিব-উল-আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ২১০টাকা।

আলম, মুহম্মদ শামসুল, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্য কর্ম,* প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, প্রকাশক- শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, মূল্য- ১৭০টাকা।

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী; নিয়োগী, গৌতম (সম্পা), *ভারত ইতিহাসে নারী,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কল- ৭০০০১২, ২য় মুদ্রণ- ২০০৯, মূল্য- ১৩০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , ন্যাশনাল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় প্রকাশ- ২০১০, কল- ৭৩, মূল্য- ১০০টাকা।

সেন, ড: দীনেশ চন্দ্র, *প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান* , কথা সং ২০১১, রামগড়, কল- ৭০০০৪৭, মূল্য- ১০০/-টাকা।

সেন, ড: দীনেশ চন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ* (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

সেন, সুকুমার, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ- ২০১৫, মূল্য- ২৫০টাকা।

বিবেকানন্দ, চিঠি, *রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ : মুক্ত মনের আলোয়* (পত্র বিতর্ক সংকলন), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০০২, মূল্য-২০ টাকা।

কোকা, আন্তনভা; গ্রিগরি বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগরি কোৎভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* ২য় প্রকাশ ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশ।

সিংহ, কঙ্কর, *মনুসংহিতা এবং নারী* , র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ৩য় প্রকাশ- নভেম্বর, ২০১৫, মূল্য- ১০০টাকা।

ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০০৭৩, ৭ম সং- ২০১৩, মূল্য-২২০ টাকা।

মিত্র, ইন্দ্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, ৩য় মুদ্রণ- ২০০১, মূল্য- ২০০টাকা।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, *বাংলা সাহিত্যে মীর মোশার্‌রফ হোসেন* , উত্তরক্ষণ, ১ম প্রকাশ- জুন ২০১৭, জোড়াবাগান রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৭, মূল্য- আশি টাকা।

পোলিট, হ্যারি, *নারী ও কমিউনিজম মার্ক্স থেকে মাও* , র‍্যাডিক্যাল, কল-৭০০০০৯, ২য় পরিমার্জিত সং- ডিসেম্বর ২০১২, মূল্য- ৮০টাকা।

নাসরিন, রাশেদা, *নারী ভাবনা শিক্ষা ভাবনা,* অবসর, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৮, মূল্য- ১১০টাকা।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ(সম্পা), *রোকেয়া যুক্তিবাদ নবজাগরণ ও শিক্ষা সমাজতত্ত্ব,* প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, প্রকাশক- রিয়াজ খান, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ৪০০.০০টাকা।

হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১,* প্রথম প্রকাশ- মে, ২০০৬, ২য় সং- জুন,২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, মূল্য- ২০০টাকা।

মুরশিদ, গোলাম, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী,* ১ম ভারতীয় সং- জানুয়ারি ২০০১, প্রকাশক- পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা- ৬, মূল্য- ১৫০ টাকা।

বেগম, রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজ,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, মূল্য-৯০ টাকা।

নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ,*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* , প্রকাশক, নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫, ঢাকা।

হক, মফিদুল, *নারীমুক্তির পথিকৃৎ,* ১ম সং- ২০০৯, প্রকাশক- কথা, কলকাতা-৪৭, মূল্য- ১০০টাকা।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়: সমাজসংস্কার থেকে স্বাধীনতা* , অবভাস, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১০, কলকাতা-৮৪, মূল্য- ১০০টাকা।

নিশাত আমিন, সোনিয়া, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,* প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০২, প্রকাশক- ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

সুফী, মোতাহার হোসেন, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য* উত্তরণ, ১ম প্রকাশ – ১৯৮৬, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ২৫০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা(সংকলন ও সম্পাদনা), "বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক", সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ: ২০১৪, মূল্য- ১৫০টাকা।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাঙলা সাহিত্য,* চারুলিপি, ১ম প্রকাশ- ১৯৬৪, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৪০০ টাকা।

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *বেগম রোকেয়া জীবনী,* সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ- ১৯৩৭, ঢাকা ১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

মাহ্মুদ, মোশফেকা, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি,* সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪০২, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

ঘোষ, অনিল(সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী,* কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, কথা সংস্করণ- ২০১৪, মূল্য- ৪০০টাকা।

হাসান, মোরশেদ শফিউল, *রোকেয়া পাঠ ও মুল্যায়ন* বিশ্ববঙ্গীয়, ১ম প্রকাশ ২০১৫, কল-৭০০০০৭, মূল্য- ১২০ টাকা।

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন* , মিত্রম, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ ২০০৯, মূল্য- ১০০টাকা।

আখতার, শাহীন, ভৌমিক, মৌসুমী (সম্পা), *জানানা মহফিল* , স্ত্রী প্রকাশক, ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০০২৬।

দেব, চিত্রা, *অন্তঃপুরের আত্মকথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ- এপ্রিল ২০০৫, কল-৭০০০০৯, মূল্য- ৭৫টাকা।

আরা, বেগম জাহান, *বাঙলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান,* মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ- জানু ১৯৮৭, ৭৪, ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১।

খাতুন, খোদেজা; সালাহ্উদ্দিন, খালেদা; লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা; খালেক, সেলিনা; রহমান, হামিদা; (বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ) সম্পাদিত, *শতপুষ্পা,* ছোটগল্প সংকলন, (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত মহিলা গল্পকারদের নির্বাচিত গল্প সংকলন), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ জানু- ১৯৮৯, মূল্য- ১০০টাকা।

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য বাজার, ১ম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৪০৬, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ৫০টাকা।

শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা-১১০০, ৩য় মুদ্রণ- আগষ্ট ২০১২, দাম-২৫০টাকা।

সেনগুপ্ত, গীতশ্রী বন্দনা, *স্পন্দিত অন্তর্লোক, আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ- জানু ১৯২৯, মূল্য- ১৫০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা, *মেয়েলি আলাপ*, পুস্তক বিপনি, কল-৯, ১ম প্রকাশ- আগষ্ট ২০১২, মূল্য-১৪০টাকা।

জামান, লায়লা, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, মূল্য-১১০ টাকা।

দত্তগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা, *নারী সওগাত পত্রিকায় বাঙালি নারীর আত্মপ্রকাশ (১৯২৭-৪৭)* , ১ম প্রকাশ ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, মূল্য- ৩০টাকা ।

চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, স্ত্রী, কলকাতা- ২৬, ১ম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, মূল্য- ১৫০টাকা।

বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, মূল্য-৭০টাকা।

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ: ১৯৮৯।

মোহাম্মদ, নূর, *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল- ফেব্রু ২০১৫। মূল্য- ৩৭৫টাকা।

বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা, দেশভাগ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কল-৭০০০২৭, ১ম প্রকাশ- জানু ২০০৬, মূল্য-১২৫টাকা।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল(ভূমিকা), *নূরুন্নেছা গ্রন্থাবলী*, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, জুন ১৯৭৭, ঢাকা-১, মূল্য- ১৬/- টাকা।

পারভীন, শাহিদা, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১২, মূল্য- ২০০ টাকা।

ইসলাম, মুস্তাফা, নূরউল (সম্পাদিত ও সংকলিত), *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, মূল্য- দুই শত পঞ্চাশ টাকা।

সিংহ, কঙ্কর, *দেশভাগ সংখ্যালঘু সংকট* , আমরা এক সচেতন প্রয়াস, কল-৬৭, ১ম প্রকাশ বইমেলা ২০১১, মূল্য- ১৪৮টাকা।

রফিক, আহমদ, *নারী প্রগতির চার অনন্যা* , কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, ১ম প্রকাশ-জানু ২০০৯, মূল্য- ৮০টাকা।

জাহাঙ্গীর, সেলিম, সুফিয়া কামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রকাশকাল- জানু ১৯৯৯, ঢাকা-১১০০, মূল্য- ১০০টাকা।

জামান, সেলিনা বাহার(পরিকল্পনা-সম্পাদনা), *নির্বাচিত বুলবুল* (১৩৪০-১৩৪৫), বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা-৭০০০০৬, মূল্য- ৫০০টাকা।

গুপ্ত, শ্যামলী; সাত্তার, আবদুস; রায়, গৌতম (সম্পা), নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল, পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা।

দাশগুপ্ত, প্রদীপন, *নারীমুক্তি মানবীচেতনা বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, ১ম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৫, মূল্য-৮০টাকা।

বিশ্বাস, কালিপদ, *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়* , নয়া উদ্যোগ, পরিমার্জিত সংস্করণ-২০১২, কল-৭০০০০৬, মূল্য- ২৫০টাকা।

চৌধুরী, ড: কিরণ, *ভারতের ইতিহাস কথা* (১৫২৬-১৯১৪) ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কল- ৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ- ২০০০, মূল্য- ৭০/-টাকা।

উমর, বদরুদ্দীন, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশক-কমলকান্তি দাস,ঢাকা- ১২০৫, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮, চতূর্থ মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মূল্য- ১২৫টাকা

সাদিয়া, সুপা, *৫২'র বায়ান্ন নারী,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ ফেব্রু-২০১১, ঢাকা-১১০০, মূল্য- ১৮০টাকা।

রফিক, আহমদ; ঘোষ, বিশ্বজিৎ(সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* ,মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৩, মূল্য- ৩০০।

রহমান, মিজান(সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা,* প্রকাশক- মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কথাপ্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ-২০০৯, ২য় মূদ্রণ-নভেম্বর ২০১০, মূল্য- ১৫০.০০টাকা।

সরকার, স্বরোচিষ, *বিশ শতকের মুক্ত চিন্তা,* প্রকাশক- এফ. রহমান, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ১১০০, ১ম প্রকাশ- ২০০৮, মূল্য- ১৫০.০০টাকা।

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন,* প্রকাশক- মিত্রম, কল- ৭৩, ১ম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর,২০০৯, মূল্য- ১০০টাকা।

হোসেন, সেলিনা, 'ফিরে দেখা', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* নয়া উদ্যোগ, কল-৭০০০০৬, পুনর্মূদ্রণ ২০১৭ মূল্য- ২৫০ টাকা।

মতিন, আবদুল; রফিক, আহমদ, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য* , সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় সং ফেব্রু ২০০৫, মূল্য- দুইশ' পঁচিশ টাকা।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০, পুনর্মুদ্রণ-২০১৩, মূল্য- ৬০০টাকা।

খাবীরুজ্জামান, এস এম, *উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান,* পালক পাবলিশার্স, পুরনো পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রু ১৯৯২, মূল্য- ১০০টাকা।

উমর, বদরুদ্দীন, *সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি,* ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৯, প্রতীক, দাম- ৬২/-টাকা।

আহ্মদ, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন; সরকার, মোনায়েম; মঞ্জুর, ড: নুরুল ইসলাম(সম্পা), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* , আগামী প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ- ২০০৪, মূল্য-৪০০টাকা।

পারভিন, শাহনাজ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ- আষাঢ়, ১৪১৭, মূল্য- ১৬০.০০টাকা।

খান, শামসুজ্জামান, হোসেন, সেলিনা, ইসলাম, আজহার, ইসলাম, নূরুল, ব্যানার্জী, অপরেশ কুমার, সুলতান, আমিনুর রহমান, তপন বাগচি (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান,* বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০, তৃতীয় সংস্করণ- জুন ২০১১, মূল্য- ২৫০টাকা।

আহমদ, বদরুদ্দিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী* , নওরোজ সাহিত্য সংসদ, বাংলা বাজার ঢাকা, জুন ১৯৮৬, দাম- ৪৫/- টাকা।

বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রকাশক- প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, ১ম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০১১।

মামুন, মুনতাসীর, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, প্রথম প্রকাশ – ফেব্রুয়ারি ২০১০, ৩য় মুদ্রণ – মে ২০১৩ অনন্যা, ঢাকা, মুল্য—২৫০ টাকা।

হোসেন, সেলিনা, একাত্তরের ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৯, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, মূল্য- ১২০ টাকা।

শফী, মুশতরী,স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন , তৃতীয় সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী- ১৯৯২, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ১৬০/-টাকা।

লতিফ, মমতাজ, যুদ্ধ ও আমি, ২০১৪, বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড। ঢাকা-১২৯, মুল্য- ২০০ টাকা।

আনাম, তাহমিনা, এ গোল্ডেন এজ সোনাঝরা দিন , অনুবাদ- গাজী, লীসা, সাহিত্য প্রকাশ, বাংলা অনুবাদ ১ম প্রকাশ- ২০০৮, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ৩৫০টাকা।

১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা , হায়দার, রশীদ(সম্পাদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৩৯৬, পুরনো পল্টন, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : কাদেরী, ফজলুল কাদের, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা: হোসেন, দাউদ, সংঘ প্রকাশন, ঢাকা-১০০০, ৪র্থ সংস্করণ- সেপ্ট ২০১৩, মূল্য- সুলভ ৪০০/- টাকা।

রায় চৌধুরী, শুভ্রপ্রতীম, (সম্পাদনা), *শাহবাগ শাহবাগ,* আমরা, এক সচেতন প্রয়াস, ৩৯৩ সার্ভে পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯২, ১ম প্রকাশ- বৈশাখ,১৪২০, মূল্য- ১০০/- টাকা।

সহায়ক পত্রিকা

মণ্ডল, বরেন্দু, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস বিতর্ক: ফিরে দেখা; *এবং মুশায়েরা,* 'উনিশ শতক: ফিরে দেখা' চন্দ, নবকিশোর; মন্ডল ড.দেবজ্যোতি; সরকার, ড. বিনোদ(সম্পাদিত), কলকাতা- ৭০০০০৭, মূল্য- ৩০০টাকা।

শাকেরউল্লাহ, (সম্পাদক), *ঊষালোকে,* রোকেয়া সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ২০১৩, প্রকাশ- মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। মূল্য- ২০০টাকা।

আর্য্য, চন্দন, 'রোকেয়া: নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর', *সিউ পত্রিকা,* ২০১৪, সম্পাদক- খাতুন, আফরোজা, ডি-৪৮, ক্যালকাটা গ্রিনস কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, কল- ৭০০০৭৫।

চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্র', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ১১৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৪১৩।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা- পশ্চাদ্‌পট ও উত্তর-উপলব্ধি', *স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য* , সারা বাংলা সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, সম্পাদক- চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ৭০০০১২, মূল্য- ৫০টাকা।

বসু, সঞ্জীব কুমার (সম্পাদক) *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* 'বঙ্গভঙ্গ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা ১৪১১, মূল্য- ৭৫টাকা।

সাহা, অপূর্ব (সম্পাদক), *থির বিজুরি,* 'সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫-১৯১১', মাঘ ১৪১১, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, মূল্য- ৫০টাকা।

হাসান, জাহিরুল, 'বঙ্গভঙ্গের মুসলমান দিক' সাউথ গরিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০০৫, চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত, (সম্পাদক) বিনিময় মূল্য- ১০০টাকা।

ভট্টাচার্য, তপোধীর, ' বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভাগ: ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাস' *পরিকথা,* 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ', প্রাগুক্ত।

কর্মকার, লক্ষণ, 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ', *সৃজন,* 'শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন(বিশেষ সংখ্যা), এপ্রিল-জুন- ২০০৫, আমন্ত্রিত সম্পাদক- চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুদিন; সম্পাদক- কর্মকার, লক্ষণ; মূল্য- ৬০টাকা।

মহাপাত্র, রাজর্ষী, 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়', *সৃজন,* 'শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন(বিশেষ সংখ্যা), প্রাগুক্ত।

সেন, শুভঙ্কর, 'হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীন ভারত', *প্রমিথিউসের পথে* , ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টম্বর ২০১৪, সম্পাদক- ঘোষ, শংকর, বারাসাত, উ: ২৪ পরগণা, মূল্য- ৩০টাকা।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, 'ইসলামের উৎস ইতিহাস ও শাস্ত্রীয় ভাষ্য', *প্রতিস্বর,* ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৮, জোড়াবাগান রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৭, মূল্য- ১১০/-টাকা।

বানু, খাদিজা, *পথিকৃৎ,* আগষ্ট ২০১৬, বাহান্ন বছর, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক- মানিক মুখোপাধ্যায়, দাম- তিরিশ টাকা।

দত্তভৌমিক, গোপা, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: অনন্য অগ্রপথিক, জার্নাল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, Lady Brabourne College, প্রধান সম্পাদক- সরকার, শিউলি, সম্পাদক- ভট্টাচার্য, ড: অর্পিতা; দত্ত, ড: স্বাতী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭, মূল্য- ১৮০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা, 'নারীর কলমে নারী', *আকাদেমি পত্রিকা* , সম্পাদকমণ্ডলী- মজুমদার, নেপাল; ঘোষ, শঙ্খ; দত্ত, বিজিতকুমার; ধর, কৃষ্ণ; বসু, অরুণকুমার; সরকার, পবিত্র; ঘোষ, জ্যোতির্ময়; বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; মজুমদার, মানস; চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার; মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ; অষ্টম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, কলকাতা- ৭০০০১২, পৃ- ১৫, মূল্য- ৫০টাকা।

চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, 'বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা ও নারী', *আকাদেমি পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫৭।

বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাঙালি নারী(১৮০০-১৯০০),*আকাদেমি পত্রিকা* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮৮।

রায়, বিনয়ভূষণ, 'অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা', *আকাদেমি পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪২।

আহমেদ, জাকিউদ্দিন, 'আগরতলা মামলা, সার্জেন্ট জহুর হত্যা এবং শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি', *নতুন দিগন্ত*, ষোড়শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭, সম্পাদক- চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ৫০টাকা, ভারতে ১০০ রুপী।

ঊষালোকে, 'জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* , জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪, সম্পাদক- শাকেরউল্লাহ, প্রকাশ- মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। মূল্য- ৩০০টাকা।

অন্তর্জালিক সূত্র

https://arts.bdnews24.com>archives

www.kalerkantho. com

www.bhorerkagoj.net

protichinta.com

http://bn.m.wikipedia.org

https://www.liberationwarbangladesh.org

http://www.amarboi.com

https://m.facebook.com

https://songramernotebook.com/archives/42223

http://www.womennews24.com

www.narikothon,net

www.jugantor.com

https://www.anadabazar.com

https://alorpathshala.org

www.bbc.com

www.jugantor.com

https://www.prothomalo.com